গাংনীতে জাভেম মাসুদ মিল্টনের পক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেয়ায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নির্দেশনায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা জাসাসের সভাপতি সেলিম রেজা, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম মাস্টার, পৌর যুবদলের নেতা আব্দুল গাফ্ফার, ইমন আহম্মেদ, সজিব আহম্মেদ জনি, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেন, ছাত্রনেতা নাসিম আহমেদসহ বিভিন্ন অংগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায়

আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড় ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আয়োজনে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ার আনন্দে মিছিলের আয়োজন করে।

আজ রবিবার (০১ ডিসেম্বর) রাতে মেহেরপুর বড় বাজার বিএনপি’র কার্যালয় থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে এই আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি সহ বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদলের সংবাদ সম্মেলন

কোটচাঁদপুর উপজেলার সদ্য গঠিত কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি বাতিল ও জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের সকল পদ থেকে অপসরনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা কৃষকদল। আজ রবিবার বিকেলে স্থানীয় পোস্ট অফিস মোড়ের একটি কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এ সময় উপস্থিত

ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস,জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,গেল ০৬-১১-২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর প্রিজন ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতশত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বলেন, গেল ৫ই আগস্ট তারিখের পূর্বে যে সমস্ত নেতা-কর্মী হামলা মামলার শিকার হয়েছেন তাদেরকে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটিতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

তিনি আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে দিবেন তিনি সেই কমিটি অনুমোদন করবেন। অথচ তিনি তা না করে গেল ২৮-১১-২০২৪ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সুপারিশবিহীন বিহীন শুধুমাত্র আহ্বায়কের স্বাক্ষরিত উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ পদে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের নামে ২০১৪ সাল হইতে একটি মামলাও হয়নি। এ ছাড়া ওই কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলামের নামেও আওয়ামী দুঃশাসনের সময় কোন মামলা নাই বলে জানা গেছে। আর সদস্য সচিব আবুল কাসেম বাবু স্বৈরাচার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ৮ গ্রামের ইক্ষু সমবায় সমিতির জমি নিজের নামে রেস্ট্রি করে নেন বলে জনশ্রুতি আছে।

তিনি আরো বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ আছে দলের অভ্যন্তরে কোন দুর্নীতিবাজ এবং সুবিধাবাদীদের ঠাঁই নাই।

অথচ জেলা আহবায়ক সজ্ঞানে জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে দলের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দুর্নীতিবাজ এবং বিশ্বাসঘাতক ওসমান আলীর জেলা কৃষক দলের আহবায়কের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কোটচাঁদপুরে সদ্য গঠিত

আহবায়ক কমিটি বাতিলেরও দাবি করছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাস বলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা সম্পূন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা দল করতে এসেছি কারোর কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য নয়। দলের পিছনে টাকা খরচ করতে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্যেশে বলেন,আপনারা সমাজের দর্পন। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ নেন আমি কেমন মানুষ। বিগত দিনে দলের পিছনে নিজের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি তিনি আরো বলেন, আমি তো মূল দলের কেউ না। আমি সামান্য দলেন অঙ্গ সংগঠন করি। আমাকে মূল দলের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এখানে আমার একার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন যোগ্য নয়।

পরে দলের নেতা-কর্মীরা কোটচাঁদপুর পোস্ট অফিস মোড় থেকে কৃষক দলের ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের দলীয় সকল পদ থেকে অপসারণ ও কোটচাঁদপুরের আহবায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে,

অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সংখ্যাগরিষ্ট কৃষক জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করার লক্ষে জেলা কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকালে জেলা শিল্প কলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান।

জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের সঞ্চলনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হাজারো ছাত্রজনতার রক্তে রঞ্জিত একটি সরকার এসেছে ঠিক, তবে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। কেবলমাত্র হাসিনা পালিয়েছে গণতন্ত্রের সংগ্রাম এখনো পড়ে আছে। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত ভোটের অধিকার। সেই ভোটের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ব্যর্থ হই জনগনের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তিনি বলেন, যারা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের কথা ভাবে যারা প্রান্তিক মানুষের কথা ভাববে সেইসব মানুষদেরকে পার্লামেন্টে নিয়ে আসতে হবে, তবেই কেবলমাত্র কৃষক সমাজের মেহনতি মানুষের মুক্তি সম্ভব।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় নেতা ও খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওসমান আলী বিশ্বাস।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিক, সহত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক মোঃ আআখতারুজ্জামান সজল।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আজিজুল হক, সদস্য সচিব মেরাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোতালেব হোসেন, সদস্যসচিব মোখলেসুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আরমান আলী, সদস্যসচিব কুন্নত আলী ও কৃষকদল নেতা এস.এম মকিদুর রহমানসহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে বিএনপির গনজমায়েত ও আলোচনা সভায়–আমিরুল ইসলাম

মুজিবনগর উপজেলায় বর্তমানে কিছু কাগজে নেতা আছে। যারা বিএনপিকে ধংস করতে চায়। তারা চার দেওয়ালে মধ্যে বসে কমিটি করে তারা হল কাগজে নেতা। তারা আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের খুশি করতে চায়। তারা তাদের সাথে সমঝোতা করে চলতে চায়। তারা মনে করে হয়তো ২০ বছর পরেও হলেও আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসবে।

আমি আপনাদের বলতে চায় আপনাদের জীবন দশায় আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় দেখতে পাবেন না। তাই কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের কাছে মাপ চান। আর বলেন আমরা আজ থেকে কাগজে নেতা হতে চায় না। কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের সাথে এক কাতারে থেকে জনগনের নেতা হতে চাই।

আপনারা যদি শহীদদের জিয়ার আদর্শে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। আপনাদেরকেও ছাড় দেয়া হবে না। তাই আপনাদের বলতে চাই ভালো হয়ে যান জনগণের পাশে দাঁড়ান আগামী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলকে ভোটে জিতিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করেন। না হলে আপনাদের পরিনীতি খুবই খারাপ হবে।

আজ শুক্রবার (২২নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, সরকার বিরোধী সকল অপশক্তি এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অঙ্গীকার তার প্রেক্ষিতে বিএনপির গন জমায়েত ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

গন জমায়েত ও আলোচনা সভায় বিএনপির প্রবীন নেতা বদরউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী।

বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাজেদুর রহমান সাজেদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাদী মাষ্টার, বিএনপি নেতা বায়োজিদ মাষ্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, উপজেলা

যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশিদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ইস্রাফিল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জাসসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুর রহমান (আফিরুল)।

এ সময় আনন্দবাস ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির বিপুল সংখ্যাক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে ষড়যন্ত্র, ইউনিয়ন বিএনপি প্রতিবাদ সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান গত ৫ই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামের পর থেকে পলাতক। পরবর্তীতে সরকারিভাবে চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর থেকে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান থাকলেও স্থানীয়ভাবে ইউনিয়নবাসী বিভিন্ন রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ভোগান্তির শিকার হচ্ছে দিনের পর দিন। এ নিয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে ইউনিয়ন বিএনপি ও জনসাধারণ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বারাদী ইউপি কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বিএনপির প্রবীণ নেতা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন সদর থানা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী মেম্বার।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে বিএনপি’র একটি কুচক্রী মহল ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ও আত্মসিদ্ধির জন্য আওয়ামীলীগ সমর্থিত ৪ নং ওয়ার্ড সদস্যকে প্যানেল চেয়ারম্যান বানানোর পাঁয়তারা করছে। সারাদেশের আপমর জনতা যখন আওয়ামী দুঃশাসনে নির্যাতিত নিপীড়ত হয়ে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের

মাধ্যমে শেখ হাসিনা সহ তার দোসরদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে সেখানে বিএনপি’র কতিপয় দালাল আওয়ামী লীগের মেম্বারকে সমর্থন দিয়ে পুরো জাতির সঙ্গে বেইমানি করছে। আমরা তা হতে দেব না, আমরা শক্ত হাতে তা প্রতিহত করব। বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ আওয়ামীলীগ সমর্থিত মেম্বার পরিচালনা করবে এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। ইউনিয়ন বাসীর প্রাণের দাবী বারাদী ইউনিয়নের একমাত্র বিএনপি সমর্থিত মেম্বার কামরুজ্জামান মুকুলকে আমরা প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সাবেক ইউপি সদস্য আশরাফুজ্জামান আলিহিম মেম্বার, ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুবদল নেতা শফি আহমেদ শফি, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মহাম্মদ, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান যুবদল নেতা আসলাম আলী বিএনপি নেতা আইয়ুব আলী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির জয়নাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃৃন্দরাও ।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা

আগামী ২২ শে নভেম্বর জেলা কৃষকদলের বর্ধিত সভা উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মোতালেব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোখলেচুর রহমান মুকুল।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী মেম্বার, সহ-সভাপতি সাব্দার আলী, সাধারন সম্পাদক কুন্নুত আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আশা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আলী, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের সকল নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায় খালাস

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলার ৬২ জন আসামি বেখসুর খালাস পেয়েছেন।

আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মামলার সকল আসামি আদালতে হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা থেকে খালাসের আবেদন করলে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ মো: নূহ নবী তাদেও বেখসুর খালাসের রায় দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর যুবদলরে সভাপতি সাইদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক গাংনী টেকনিকেল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা ও সাবেক ইউপি মেম্বর হাবিবুর রহমান হাবিব, ধানখোলা ইফুরংর যুবদলের সম্পাদক আলামিন হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের নেতা জহুরুল ইসলাম, শরীফুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে তৎকালিন গাংনী থানা পুলিশ সরকার বিরোধী নাশকতার অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং এসটিসি ৩৫,৩৬/২০১৮ ইং।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেমি নির্বাচনের পূর্বে গাংনী উপজেলার

কল্যাণপুর গ্রামে বিএনপি নেতা কর্মীরা নাশকতা ঘটানোর উদ্যেশ্যে জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এমন কাল্পনিক অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলাটি দেই গাংনী থানা পুলিশ।

মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পরে আজ সোমবার দুপুরে নির্ধারিত দিনে মামলার সকল আসামি বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মীর নামে গত ১৭ বছরে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিলে কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে। স্বৈরাচার সরকারের আমলে এসব মামলায় বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মীকে রিমান্ডের নামে করা হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

তিনি বলেন, পুলিশের দায়ের করা বাকী মিথ্যা মামলাগুলো থেকেও দ্রত খালাস পাবেন এ প্রত্যাশা বিএনপি নেতাদের।